প্রথম আলো

তারিখ 06 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

১০ ছাত্রকে পেটাল ছাত্রলীগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

কর্মসূচিতে যেতে দেরি করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের ১০ ছাত্রকে পিটিয়েছেন হল শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এঁদের একজনের মাথা ফেটে গেছে।

এ ছাড়া স্যার এ এফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে তিনজন আহত হন। এ সময় একজনকে তিনতলা থেকে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল শনিবার সকালে জিয়াউর রহমান হলে ও শুক্রবার ভোররাতে এফ রহমান হলে এই ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে চারজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

জিয়াউর রহমান হলের একাধিক ছাত্রলীগ কর্মী জানান, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৫২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল শনিবার সকাল আটটায় তিন নেতার মাজারে ফুল দেওয়ার কর্মসূচি ছিল ছাত্রলীগের। এতে যোগ দিতে সকাল সাতটার মধ্যে ছাত্রলীগের কর্মীদের হলের অতিথিকক্ষে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেন হল শাখা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বনি আমিন মোল্লা। কিন্তু সাতটার পরেও কনিষ্ঠ কর্মীরা না আসায় তাঁদের ধরে আনতে জ্যেষ্ঠদের নির্দেশ দেন।

ধরে আনার সময় প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের অন্তত ১০ জনকে পেটানো হয়। এতে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের আশিক নামের একজনের মাথা ফেটে যায়। তাঁর মাথায় পাঁচটি সেলাই দিতে হয়েছে।

এদিকে শুক্রবার রাত সাড়ে তিনটার দিকে কক্ষ দখলকে কেন্দ্র করে স্যার এ এফ রহমান হল শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষের কর্মীদের সংঘর্ষে এক পক্ষের তিনজন আহত হন। আহত ছাত্ররা হলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও হল শাখা ছাত্রলীগের ক্রীড়া সম্পাদক এম এইচ তুষার, দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের হুমায়ুন কবির ও সংগীত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শাহাবুল বাশার।

আহত ছাত্রদের অভিযোগ, হল শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এইচ এম ইমরানের নেতৃত্বে তাঁদের ওপর হামলা চালানো ও কয়েকটি কক্ষে ভাঙচুর করা হয়। এ সময় তুষারকে তিনতলা থেকে ফেলে দেওয়া হয়। তিনি মাথা, মেরুদণ্ড ও পায়ে আঘাত পেয়েছেন।

যোগাযোগ করা হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ আল হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা ঘটনা দুটি পর্যবেক্ষণ করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের কাছে সুপারিশ করেছি। দুটি ঘটনারই তদন্ত হবে।'